পত্রিকার ছবিতে হাসিনা-খালেদাকে প্রায় সব সময়ই দেখা যায় এরকম মাইকের সামনে বক্তৃতারত অবস্থায়। বক্তৃতার ভাষাও থাকে পরস্পরের প্রতি আক্রমণাত্মক। এই দুজনের বিষাদগার দেশকে নিচ্ছে ধ্বংসের দিকে। আর জনগণ, সাধারণ মানুষ? তারা এখন ভীত, সন্ত্রস্ত। একের পর এক বোমা হামলায় মানুষ মরছে। কিন্তু থামছে না রাজনীতিবিদদের গলাবাজি। তাই তাদেরকে অনুরোধ, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টিও যখন দিতে পারছেন না তখন

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে চুপ করেন

লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমরা বেশি কথা বলি। একটু নয়, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি কথা বলি। কাজের তুলনায় তো অবশ্যই। সেই কথাগুলোরও আবার বেশির ভাগ মিথ্যা। যেহেতু কাজের তুলনায় কথা বেশি, সেহেতু মিথ্যা তো হবেই। তবে বাংলাদেশের তেরো কোটি মানুষই যে বেশি কথা বলে, এমন সরল সমীকরণ দাঁড় করানোও ঠিক হবে না। শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ পরিচিত 'সাধারণ মানুষ' হিসেবে। তাদের পক্ষে কথা বলাই প্রায় অসম্ভব, বেশি বলা তো পরের কথা। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তারা সারের কথা বলতে এসে পুলিশের গুলি খায়। ৩ হাজার টাকা ঋণ নেয়ায় তার হালের বলদ নিয়ে যায় প্রশাসন। সালমান এফ রহমানের মত সে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে ধমক দিতে পারে না। এই নিম্নবিত্ত কৃষক বা মধ্যবিত্তরা বেশি কথা বলতে পারে না। তারা বেশি বেশি কাজ করে। বেশি কথা বলার মতো সময় তাদের নেই। কথা বলার মতো অফুরন্ত সময় আছে বাকি ১ ভাগ মানুষের। এই ১ ভাগের বড় একটি অংশ রাজনীতিবিদ। তারা শুধু রাজনীতিবিদ নন, রাজনৈতিক নেতা। যেন সমগ্র জাতির কথা বলার 'সোল এজেন্ট' তারা। আল্লাহ যেন তাদের সৃষ্টি করেছেন কথা বলার জন্যে। সেটা সত্যি-মিথ্যা যাই হোক।

ঈশ্বরের দেয়া সেই দায়িত্ব তারা কী নিষ্ঠার সঙ্গেই না পালন করে যাচ্ছেন!

খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ইস্টার সানডে প্রার্থনায় বলেছেন, 'হে প্রভু, সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ করো, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীকে আশীর্বাদ করো তারা যেন সমঝোতার টেবিলে বসেন'

রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে সকাল ৮টা ৫ মিনিটে। এর পরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদীরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।'

মোহম্মদ নাসিম

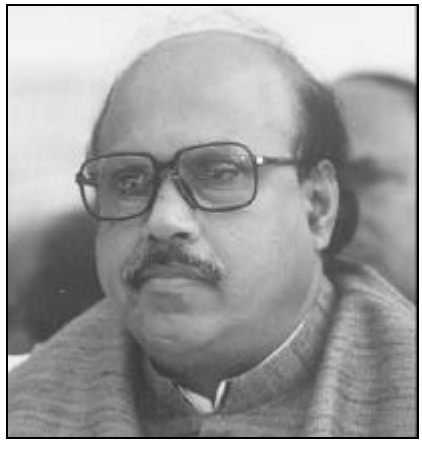

এটা স্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রী প্রায় কোনো কিছু না জেনেই শুধু অনুমান এবং রাজনৈতিক লাভের আশায় এমন মন্তব্য করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, 'এভাবে চলতে পারে না, এটা চলতে দেয়া যায় না।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কথা এত দেরিতে বুঝছেন কেন? উদীচীর মঞ্চে বোমা বিস্ফোরণের পরেই তো মানুষ আশা করেছিল আপনি বুঝতে পারবেন। হত্যাকারীদের শাস্তি দেবেন। আপনার গোয়েন্দা সংস্থা বলছে, উদীচী, সিপিবি এবং রমনা বটমূলের ঘটনা একই রকম। একই শক্তি ঘটিয়েছে ঘটনাগুলো। বোমা বিস্ফোরণের পরে কেন আপনার গোয়েন্দা সংস্থা মাঠে নামে? নাশকতামূলক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা তাদের মনে থাকে না কেন? গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বোমা বিস্ফোরণের আগে মুখে আঙুল দিয়ে বসে থাকে কেন?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর কী কখনো জানতে চেয়েছেন আপনার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে? সম্ভবত চাননি। চাইলে তারা আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য। কারণ আপনিই সরকারের প্রধান নির্বাহী। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলে উপকার হতো দেশের মানুষের। তারা জানতে পারতো কারা আসল হত্যাকারী।

হয়ত সমস্যা হতো কিছুটা আপনার, রাজনীতির জন্য।

এ কথা তো আমাদের মানতেই হবে যে, মানুষের চেয়ে রাজনীতি বড়! অনেক বড়!!

যত বেশি লাশ পড়বে, রাজনীতির জন্য তত বেশি সুবিধা। বেশি লাশ বেশি বক্তৃতা। আবুল মনসুর আহমদ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই লিখতেন, 'মানুষের জন্য বক্তৃতা করিতে গিয়া রাজনীতিবিদদের গলা ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে...।'

ভাইহারা, বোনহারা, সন্তানহারা স্বজনের আহাজারিতে যখন কেঁপে উঠছে রমনার বটমূল, তখন নিশ্চিত মনে নির্বিকারভাবে মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সেটা জানা যাবে।' মোহাম্মদ নাসিম, তিনি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এমনভাবে কথা বলছিলেন, যেন তিনি ইতিমধ্যেই অনেক কিছু জেনে গেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তার পক্ষে জানাটা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। তার এই কথায় মানুষ আশাবাদী হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষ যে কতটা বোকা সেটা আর একবার প্রমাণ হলো। তারা খুব দ্রুত সবকিছু ভুলে যায়। মানুষ ভুলে গেছে দু' বছর আগের নাসিমের কথা। উদীচীর মঞ্চে বোমা বিস্ফোরণের পরও তিনি বলেছিলেন একই কথা। সেই বোমা বিস্ফোরণের কূল-কিনারা হয়নি আজো। দু' বছর আগে কেন, এই সেদিনের সিপিবি'র মঞ্চে বোমা বিস্ফোরণের পরের নাসিমের কথাও মানুষ ভুলে গেছে। সেদিনও নাসিম দিয়েছিলেন একই প্রতিশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মানুষ প্রতিজ্ঞা করে প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্যেই।' রবীন্দ্রনাথের এই অমর বাণী মনে-প্রাণে ধারণ করে আছেন মোহাম্মদ নাসিম, আমাদের রাজনীতিবিদরা। তাই তো কিছুক্ষণ পেরিয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়ে কয়েকদিন হবার পরও জানা যায়নি কারা ঘটিয়েছে বোমা বিস্ফোরণ। যেমন জানা যায়নি আগের ঘটনাগুলো।

রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণে নিহতদের লাশ

বোমা বিস্ফোরণে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে স্থান করে নিতে যাচ্ছে। শুরুটা হয়েছিল দু' বছর আগে উদীচীর মঞ্চে বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এরপর থেকে একনাগাড়ে চলছে। রমনা বটমূল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা মোট ৩৬ জন। প্রতিটি ঘটনার জন্যে দায়ী করা হয়েছে মৌলবাদী শক্তিকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে মৌলবাদী শক্তি কারা? প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় মৌলবাদীদের শেল্টারদাতা হিসেবে একটি রাজনৈতিক দলকে দায়ী করেছেন। একটি রাজনৈতিক দল বলতে তিনি যে বিএনপিকেই বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট। তার বক্তৃতা অনুযায়ী বিএনপি তো শেল্টার দিয়েছে, কিন্তু সরাসরি হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছে সেই মৌলবাদী শক্তি কারা?

বাংলাদেশে যে মৌলবাদী এবং স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি রয়েছে তার মধ্যে এক নম্বরে জামায়াতে ইসলামী। এ ছাড়াও রয়েছে ইসলামী ঐক্যজোট। কয়েকজন পীরের নেতৃত্বেও রয়েছে কয়েকটি দল। 'হরকাতুল জিহাদ' নামে একটি রাজনৈতিক দলের কথাও বলা হয় মাঝেমধ্যে। জামায়াতে ইসলামীর নেতা কুখ্যাত গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী প্রমুখ, ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা শায়খুল হাদিস, মাওলানা আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী– মৌলবাদী প্রধান শক্তি এরাই। সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী মৌলবাদীরাই যদি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তাহলে এর দায়-দায়িত্ব এই নেতাদের ওপরেই পড়ে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও নাটের গুরু হিসেবে এদেরকেই বোঝান তাদের বক্তৃতাবাজিতে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেন না। রহস্যটা এখানেই। বোমা বিস্ফোরণে রাজনৈতিক নেতা মরছেন না, মরছে সাধারণ মানুষ। যা নেতার আন্দোলন দমনের এবং আন্দোলন করার খোরাক।

সত্যি সত্যি এই মৌলবাদীরা দায়ী কিনা সেটা বের করার দায়িত্ব সরকারের। ব্যবস্থাও নেয়ার কথা সরকারেরই । কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণও করছে না, ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন না। সম্প্রতি সরকার মৌলবাদী নেতা আলী আহসান মুজাহিদ, শায়খুল হাদিস ও আমিনীকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার তো করেছে, কিন্তু কোন আইনে? কোন অপরাধে? উদীচীর মঞ্চে বোমা বিস্ফোরণের মামলা কী হয়েছে তাদের নামে? সরকারের দাবি অনুযায়ী সিপিবি'র জনসভায়ও তো তারাই বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, মানুষ হত্যা করেছে। এই মামলায় কী তাদের আসামি করা হয়েছে? হয়নি।

মুজাহিদ-আমিনীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিশেষ ক্ষমতা আইনে। রিট করলেই হাইকোর্ট সেটাকে বলে দিচ্ছে অবৈধ। শায়খুল হাদিসকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এ কথা তো আমাদের মানতেই হবে যে, মানুষের চেয়ে রাজনীতি বড়! অনেক বড়!! যত বেশি লাশ পড়বে, রাজনীতির জন্য তত বেশি সুবিধা। বেশি লাশ বেশি বক্তৃতা। আবুল মনসুর আহমদ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই লিখতেন, 'মানুষের জন্য বক্তৃতা করিতে গিয়া রাজনীতিবিদদের গলা ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে...'

মোহাম্মদপুরে পুলিশ হত্যা মামলায়। তার বিরুদ্ধেও পুলিশি চার্জশিট খুব জোরালো নয়। চার্জশিটে বলা হয়েছে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। অথচ পুলিশ হত্যার সময় মসজিদের ভেতরে শায়খুল হাদিস অবস্থান করেছিল। এ কথা সে সময় পুলিশও বলেছিল। অথচ পুলিশ চার্জশিটে লিখতে গিয়ে লিখেছে 'সন্দেহ'র কথা। চার্জশিটে সরাসরি অভিযুক্ত না করে 'সন্দেহ' কথাটা ঢুকলো কেন? অর্থ না ক্ষমতা– কোন বিষয় কাজ করেছে নেপথ্যে? এই দূর্বলতায় তার জামিনও অল্প সময়েই হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গোয়েন্দাদের কার্যক্রমের ওপর সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৬ জানুয়ারি সংখ্যায় 'অথর্ব গোয়েন্দা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছিল। গোয়েন্দাদের বিষয়ে লিখতে গেলে সেই একই প্রসঙ্গ চলে আসবে। তাই এখানে আর কিছু উল্লেখ করা হলো না

বোমা বিস্ফোরণ মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে শিবির, ইসলামী ঐক্যজোট বা হরকাতুল জিহাদের মাঠ পর্যায়ের দু' একজন কর্মীকে। ইসলামী ছাত্র শিবিরের একজন সাধারণ পর্যায়ের কর্মী স্বাধীনের পক্ষে রমনা বটমূলে বোমা বহন করে আনা সম্ভব। কিন্তু তার পক্ষে কী বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করা সম্ভব? নিশ্চয় জামায়াতের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত। এই নেতাদের নিরাপদে রেখে কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে কী সমস্যার সমাধান হবে? এই ব্যবস্থা নেয়ার মধ্যে যে কোনো সততা নেই, সেটা বোঝার জন্য কী খুব বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন হয়?

ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গেও চলছে সরকারের আলোচনা। চারদলীয় জোট থেকে বের হয়ে গেলেই তাদের নেতা শায়খুল হাদিস-আমিনীদের ছেড়ে দেয়া হবে। একই টোপ দেয়া হয়েছে মুজাহিদের ক্ষেত্রেও। সবার সামনেই উদাহরণ এরশাদ। ততক্ষণ পর্যন্তই তারা মৌলবাদী বা স্বৈরাচার, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অবস্থান সরকারের বিপক্ষে। এটাই বাস্তবতা।

এরশাদকে জেলে ঢুকিয়েছিল যে বিএনপি, তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অনেকগুলো মামলা করেছিল যে বিএনপি, যে বিএনপি নেত্রী বলেছিলেন, এরশাদের ১০০ বছর জেল হবে, তার আবার রাজনীতি কী, সেই খালেদা জিয়াকেও দেখা গেছে এরশাদের সঙ্গে এক মঞ্চে রাজনীতি করতে। এই এরশাদের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা গিয়েছিল তখনকার বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও। এগুলো সবই বেশি কথা বলার সুবিধা। এরই নাম রাজনীতি। এই রাজনীতিবিদদের চমৎকার পরিচিত দিয়ে গেছেন কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে, রাজনীতিকের ধমনী-শিরায় সুবিধাবাদের পাপ।'

রাজনীতিবিদদের ব্যক্তি আর দলীয় স্বার্থের দলাদলি মানুষ আর দেখতে চায় না। খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ইস্টার সানডে প্রার্থনায় বলেছেন, 'হে প্রভু, সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ করো, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীকে আশীর্বাদ করো তারা যেন সমঝোতার টেবিলে বসেন।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর থাকেন ঐ ভদ্র পল্লীতে...।' পুরো বাংলাদেশটিই তো এখন একটা নরক। এখানে ভদ্র পল্লী কোথায়? তাই ঈশ্বর হয়ত প্রার্থনার কথা শুনতেই পাননি। তিনি অনুগ্রহ করবেন কী করে?

রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল সকালে। শব্দটা বিকট ছিল না। তবে ধ্বংসযজ্ঞ ছিল ভয়াবহ। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে সাতজন। হাসপাতালে নেয়ার পর মারা গেছেন আরো দু'জন। পুরো এলাকায় সেদিন মানুষ ছিল কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার। এর মধ্যে নয়জন মানুষ মারা গেল। আহত হলো আরো অনেকে। কিন্তু ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সবকিছু যেন আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। নববর্ষ উদ্‌যাপনের আনন্দ যেন একটুও স্তিমিত হলো না। লাশগুলো তখনো পড়ে আছে। রক্ত ক্রমশ জমাট বাঁধছে। পাশাপাশি মানুষ আনন্দও করছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। না দেখলে সেই দৃশ্য বিশ্বাস করা যায় না। প্রশ্ন আসে, মানুষের বিবেক বলে কী আর কিছু অবশিষ্ট নেই? মনুষ্যত্ব গেল কোথায়? চিত্রটি কী এতটাই হতাশার? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল তখন, যখন আহতদের জন্যে প্রয়োজন হলো রক্তের। শত শত মানুষ গিয়ে ভিড় জমালো মেডিকেলে। যা রক্ত প্রয়োজন তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি রক্ত জমা হলো অল্প সময়ের মধ্যে। কয়েকশ' মানুষকে ফিরিয়ে দেয়া হলো এই বলে যে, আর রক্তের প্রয়োজন নেই। এখানেই তো ফুটে উঠল মানুষের মনুষ্যত্ব। এই চিত্রই তো প্রমাণ করে সবকিছুই হতাশার নয়। সাধারণ মানুষের যেখানে কিছু করার আছে, সেখানে তারা ভূমিকা রাখে ঠিকই। যতটা পারে তারচেয়েও বেশি রাখার চেষ্টা করে।

সাধারণ মানুষ বোমা বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান করতে পারে না। পারে না বোমাবাজদের ধরতে। তবে অনুসন্ধান না করেও তারা কিছু বিষয় জানতে পারে। পুলিশ বলছে একটি বোমার কথা। কিন্তু মানুষ জেনেছে বোমা ছিল মোট তিনটি। পরিকল্পনা ছিল তিনটি বোমা তিন জায়গায় রেখে যাওয়ার। সে অনুযায়ী তারা দু'টি বোমা নির্দিষ্ট স্থানে রেখেছিল। তৃতীয় বোমাটি রাখার প্রস্তুতি নিতেই ঘটেছে বিস্ফোরণ। একই বা এর চেয়ে বেশি ক্ষমতার আর একটি বোমা থেকে গেছে অক্ষত। সেটা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। তৃতীয় বোমাটি ছিল ছোট। সেটার বিস্ফোরণে পুলিশসহ অন্য একজন আহত হয়েছে। যাদের ওপর দায়িত্ব অপরাধীদের ধরার, সেই সরকার যখন শুধুই বক্তৃতাবাজি করে তখন মানুষ হতাশ হয়। এছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না।

মানুষ চোখের সামনে দেখে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদকে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাদের দায়িত্ব, সেই পুলিশকে ঘুষ খেতে দেখে প্রকাশ্যে। যে পুলিশের দায়িত্ব ছিল মানুষের নিরাপত্তা দেয়ার, মানুষ দেখে দায়িত্বে অবহেলার জন্যে তার কোনো শাস্তি হয় না। লাশের সামনে দাঁড়িয়ে তদন্তের আগেই ঢাকার পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমানের মন্তব্য তাই অস্বাভাবিক মনে হয় না। তিনি খুব ভালো করেই জানেন তার মন্তব্য ভুল প্রমাণ হলেও তার কোনো শাস্তি হবে না। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমান নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে, প্যান্টের নিচে লুঙ্গির ভেতরে একজন বোমা বহন করছিল। আইজিও বলেছেন একই কথা। এবং কাজটি যে মৌলবাদীরা করেছে সে বিষয়েও তারা একমত।

বোমাটা যে কেউ বহন করছিল সেটা প্রমাণ করা পুলিশের জন্যে জরুরি হয়ে পড়েছিল। কারণ বোমা যদি মাটিতে পোঁতা

খালেদা হাসিনা দুজনেই এরশাদকে নিয়ে ব্যস্ত। এরই নাম রাজনীতি। এই রাজনীতিবিদদের চমৎকার পরিচিত দিয়ে গেছেন কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে, রাজনীতিকের ধমনী-শিরায় সুবিধাবাদের পাপ'

থাকে বা কেউ রেখে যায় তাহলে দায়-দায়িত্ব সরাসরি পুলিশের ওপর পড়ে। তাই তদন্তের আগেই মতিউর রহমান বলে দিতে পারেন নিহত একজনের কোমরে বোমা ছিল। কিন্তু পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমান এটা জানতেন না যে, আরো দুটি বোমা রমনা বটমূলে রাখা ছিল ফাটার অপেক্ষায়। কে, কখন বোমা দু'টি রেখে গেছে সেটা দেখেননি মতিউর রহমানের পুলিশ। উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এই বোমাটি ফাটলেও হয়ত মতিউর রহমান বলতেন, যিনি নিহত হয়েছেন তিনিই বোমাটি বহন করছিলেন। কারো শরীরে বোমা থাকলে তো আমাদের কিছু করার নেই। এখানেই সমস্যা। তিনি দায়িত্ব ধরে নিয়েছেন সীমিত পরিসরে। কে বোমা ফাটাতে পারে তার রিপোর্টও আগে থেকে তার গোয়েন্দা সংস্থার কাছে থাকা উচিত। না হলে এসব 'হাতি' পোষার দরকার কী?

হাসপাতালে পড়ে আছে বোমায় নিহত লাশ

প্রভাবশালী একটি রাষ্ট্র ঢাকায় অবস্থানরত তাদের নাগরিকদের উদ্দেশে একটি সার্কুলার জারি করে নববর্ষের দু' দিনদিন আগে। এই সার্কুলারে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল সেদেশের নাগরিকদের 'রমনা বটমূলে' না যাওয়ার বিষয়ে

বোমা বিস্ফোরণের পর পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমান আরো বলেছেন, সেদিন সকালেই নাকি ডগ স্কোয়াড দিয়ে পুরো এলাকা তল্লাশি করানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে দুই পুলিশ অফিসারকে বলতে শোনা যায়, 'কতবার কইরা কইলাম ডগ স্কোয়াড দিয়া তল্লাশি করান, তখন আমগো কথা কেউ শুনলো না।' পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমান ডগ স্কোয়াড বিষয়ে যা বলেছেন তার পুরোটা সত্যি নয়। সত্যি হলো ডগ স্কোয়াড সকালে রমনা বটমূলে আনা হয়েছিল। কিন্তু তল্লাশি করানো হয়নি। বাংলাদেশের বাস্তবতায় একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি কোনো কাজ না করেই দাবি করতে পারেন কাজটি করা হয়েছে। এই অসত্য দাবির জন্যে তার কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। এই কথাটা পুলিশ কমিশনার খুব ভালো করেই জানেন। কারণ তিনি যার কাছে জবাবদিহি করবেন সেই রাজনীতিবিদ তো গলাবাজিতে তার চেয়ে কয়েকগুণ এগিয়ে। বক্তৃতাতে সে ব্যস্ত। কাজ করবে কখন?

দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব সে দেশের সরকারের। সেই নাগরিক দেশে-বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন। প্রায় প্রতিটি দেশই সে বিষয়ে সচেতন। ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। বিদেশের দূতাবাসগুলোর ওপর দায়িত্ব থাকে সে দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দেয়ার। আমাদের প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্রদূত বিলাসী জীবন যাপনে ব্যস্ত থাকেন। প্রবাসী বাঙালিদের খবর রাখার মতো সময় তাদের নেই। মালয়েশিয়ার জেলে যে বাঙালি যুবক কয়েক বছর ধরে জেল খাটছেন, তার কথা ভাবার সময় নেই আমাদের রাষ্ট্রদূতের। প্রায় প্রতিটি দেশেই ঘটছে একই ঘটনা।

কিন্তু বাংলাদেশে যে রাষ্ট্রদূতরা অবস্থান করছেন তারা কীভাবে পালন করছেন তাদের দায়িত্ব? বর্তমান বিশ্বের প্রভাবশালী একটি রাষ্ট্র ঢাকায় অবস্থানরত তাদের নাগরিকদের উদ্দেশে একটি সার্কুলার জারি করে নববর্ষের দু' দিনদিন আগে। নববর্ষের সময়ে চলাফেরার বিষয়ে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়। হতে পারতো এটা একটি রুটিন সার্কুলার। যে কোনো উৎসব বা বড় আয়োজনের সময়েই তারা এমন সার্কুলার দেয়। কিন্তু এই রুটিন সার্কুলারটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অন্য কারণে। এই সার্কুলারটিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল সেদেশের নাগরিকদের 'রমনা বটমূলে' না যাওয়ার বিষয়ে। তার মানে তাদের আগে থেকেই জানা ছিল রমনা বটমূলে কিছু একটা ঘটবে। বাংলা নববর্ষের প্রতি বছরেই এই উৎসবে সে দেশের অনেক নাগরিকই যায়। কিন্তু এবার সতর্কতার কারণে অনেকেই যায়নি সেখানে। তাদের দূতাবাস তাদের জীবন বাঁচিয়েছে।

একটি বিদেশী দূতাবাস যে ঘটনা জানে, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সে বিষয়ে কিছুই জানে না—সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশ্বাসযোগ্য না হলেও ধরে নিতে হবে এটাই সত্যি। কারণ তারা মানুষকে সতর্ক করার জন্যে কিছুই করেনি। গোয়েন্দাদের কার্যক্রমের ওপর সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৬ জানুয়ারি সংখ্যায় 'অথর্ব গোয়েন্দা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছিল। গোয়েন্দাদের বিষয়ে লিখতে গেলে সেই একই প্রসঙ্গ চলে আসবে। তাই এখানে আর কিছু উল্লেখ করা হলো না।

মরছে মানুষ, চলছে গলাবাজি। গলাবাজি করছে সরকারি দল। পিছিয়ে নেই বিরোধীদলও। পুলিশও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে কথা বলছে রাজনীতিবিদদের স্টাইলেই। এক দল আরেক দলের ওপর দোষ চাপিয়েই দায়িত্ব শেষ করতে চাইছে। ঝগড়া চলছে দলে-দলে, নেতায়-নেতায়। তাদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে না, তারা মরছেও না। মরছে সাধারণ মানুষ। এ নিয়ে কারোরই কোনো মাথাব্যথা নেই।

এদেশের মানুষ দেখতে চায়, ঐ দূতাবাসটির মতো সরকারও তাদের দুর্ঘটনার আগেই সতর্ক করে দেবে। অপরাধীদের ধরা হবে অপরাধের কারণে, রাজনৈতিক কারণে নয়। মানুষ মনে করে মৌলবাদীরা অবশ্যই অপশক্তি। নিজামী, শায়খুল হাদিস বা আমিনীরা সমাজের মঙ্গলের জন্যে আজ পর্যন্ত একটি কাজও করেননি। মানুষকে পিছিয়ে দেয়ার জন্যে করেছেন অনেক কিছু। এরা চতুর, ধূর্ত। প্রমাণ ছাড়া বক্তৃতাবাজির জন্যে অভিযোগ করলে এদের শক্তি কমে না, বাড়ে। এরা খুব ভালো করেই জানে জনসমর্থন তাদের পক্ষে নেই। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাই তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। অরাজকতা সৃষ্টি করে, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, মানুষ হত্যা করে তারা শক্তির প্রমাণ দিতে চাইবে— এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া সরকারের ঢালাও অভিযোগ মানুষের বিশ্বাসকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। এই বোমা বিষয়ক ঘটনার সঙ্গে সরকারের জড়িত থাকার বিষয়েও মানুষের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে।

কোটালিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর জীবননাশের জন্যে পেতে রাখা সেই কথিত ৭৬ কেজি ওজনের বোমার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে কয়েক লাখ ডলার খরচ করে আনা হয়েছিল আমেরিকান এক্সপার্ট। তারা তদন্ত করে চলে গেছে কয়েক মাস আগে। কিন্তু সেই রিপোর্ট এখনো প্রকাশ করেনি সরকার। মৌলবাদী বা বিরোধী দলই যদি বোমা পুঁতে রাখে তাহলে সেই রিপোর্ট প্রকাশে সমস্যা কোথায়?

প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী অনেক গলাবাজি করেছেন। এবার মানুষের প্রকৃত কল্যাণের জন্যে একটা কিছু করেন। আর তাও যদি না পারেন তাহলে এবার থামেন। অনেক বলেছেন, এবার আল্লাহর ওয়াস্তে চুপ করেন। মানুষ বোমাবাজদের হাত থেকে মুক্তি চায়। মুক্তি চায় আপনাদের হাত থেকেও। কিন্তু রাজনীতিবিদরা মানুষকে খুব সহজে মুক্তি দেবে বলে মনে হয় না। আমরা শুধু প্রার্থনা করতে পারি, হে প্রভু ওদের জ্ঞান দাও ওদের...।